Dr. Sumita Dutta

SENSATION AND PERCEPTION

সংবেদন ও প্রত্যক্ষ

প্র: সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে মিল ও অমিল আলোচনা কর। বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব কিনা?

উ: সংবেদন ও প্রত্যক্ষ দুটি ভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া নয়, তারা একই মানসিক প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন পর্যায়। বাহ্যবস্তু সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনা হল সংবেদন, আর সুস্পষ্ট চেতনা হল প্রত্যক্ষ। সংবেদন হল প্রত্যক্ষের পূর্ববর্তী মানসিক অবস্থা, আর প্রত্যক্ষ হল সংবেদনের পরবর্তী পরিনত মানসিক অবস্থা।

মিল: i) সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই ইন্দ্রিয়উদ্দীপনাজনিত। উদ্দীপক ইন্দ্রিয় উদ্দীপনা সৃষ্টি না করলে যেমন সংবেদন হয় না তেমনি প্রত্যক্ষ হয় না।

ii) সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই আমাদের বাহ্যজগৎ সম্পর্কে চেতনা দেয়।

অমিল: i) সংবেদন সরল মানসিক অবস্থা, প্রত্যক্ষ জটিল মানসিক অবস্থা।

ii) সংবেদন অব্যাখ্যাত চেতনা। প্রত্যক্ষ সংবেদনের অর্থকরণ। সংবেদন ব্যাখ্যাত হলে তা প্রত্যক্ষে পর্যবসিত হয়।

iii) উপরোক্ত কারণ বশত: সংবেদন জ্ঞান পদবাচ্য নয়। প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান। সংবেদনে আমাদের বস্তু সম্পর্কে কোন বোধ বা ধারণা জন্মায় না বলে তা বস্তুজ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষে বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বোধ জন্মায় বলে তা বস্তুজ্ঞান।

(iv) সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া, প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত সক্রিয় প্রক্রিয়া। সংবেদন নিষ্ক্রিয়ভাবে উদ্দীপনা গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষ সেই সব উদ্দীপনা অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে অর্থ প্রদান করে।

(v) সংবেদন উপস্থাপনমূলক প্রক্রিয়া, প্রত্যক্ষ উপস্থাপন-পুনরুপস্থাপনমূলক প্রক্রিয়া। সংবেদনে বিষয়টি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়, প্রত্যক্ষে তা অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পুনরুপস্থাপন করা হয়।

> বিশুদ্ধ সংবেদন কি সম্ভব? নবজাত শিশুর জীবনে বা এমন কোন অবস্থা যেখানে সংবেদন ব্যাখ্যাত হয় না, যেমন আত্মমগ্নভাবে পথচলা কালীন পরিচিত ব্যক্তিকে পরিচিত বলে জানি না — 'কিছু একটা' বলে জানি' — যা একপ্রকার বিশুদ্ধ সংবেদন।

— X —

Sumita Dutta

Dr. Sumita Dutta Semester 3, PHIA, CC 7

PROOFS FOR THE EXISTENCE OF GOD

(ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ)

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধক মুখ্য তিনটি যুক্তি হল :—(১) লক্ষণভিত্তিক (বা তাত্ত্বিক যুক্তি), (২) আদিকারণবিষয়ক (বা বিশ্বতাত্ত্বিক) যুক্তি, (৩) উদ্দেশ্যমূলক (বা পরিণামমূলক) যুক্তি। অন্য আরেকটি হল ন্যায়দের যুক্তি।

(১) লক্ষণভিত্তিক (বা তাত্ত্বিক যুক্তি) :— এই যুক্তি সার কথা হল : ঈশ্বরের লক্ষণধর্মের বা বিবরণের মধ্যেই 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব' নিহিত আছে। অন্যভাবে বলা যায় ঈশ্বরের লক্ষণধর্ম বা বিবরণ থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনিবার্যরূপে প্রতিপাদিত হয়। অ্যানসেলম ও রেনে দেকার্ত এই যুক্তির প্রবক্তা

(২) আদি-কারণ বিষয়ক বা বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি :— এই যুক্তির প্রবক্তা হলেন টমাস অ্যাকুইনাস। ওনার মুখ্য যুক্তি হল :— কারণ নিয়ম অনুসরণ করে কার্যরূপ আপতিক জগতের ব্যাখ্যায় নিরপেক্ষ বা আবশ্যিক সত্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।

(৩) পরিকল্পনামূলক বা উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি :— এই যুক্তি সারকথা হল — এই জগৎ এক সুসমঞ্জস পরিকল্পনামাফিক জগৎ — জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, ঐক্য ইত্যাদি ব্যাখ্যার জন্য উদ্দেশ্য সাধক এক অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। Plato, Aristotle, Hegel, Bradley, Bosanquet, William Paley, Martineau, Anaxagoras, Pythagoras এই যুক্তির সমর্থক।

(৪) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ন্যায় যুক্তি :— ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধনে দুটি যুক্তি দেন :—(i) কারণিক যুক্তি ও (ii) অদৃষ্টভিত্তিক যুক্তি। প্রথম যুক্তিতে তারা বলেন : সব কার্যের কারণ আছে। জগত একটি কার্য তাই জগতের নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করতে হবে। দ্বিতীয় যুক্তি : অদৃষ্টের পরিচালকরূপে কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বক্ষম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, যিনি জীবের কর্মের পাপ-পুণ্য বিচার করে তার ফলাফলের ব্যবস্থা করেন।

— X —

Sumita Dutta.